বার্ষিক প্রতিবেদন
১৯৯৯ মে থেকে ২০০০ এপ্রিল
নারীপক্ষ

<u>সূচীপত্র</u> :

১) **<u>নারীপক্ষ'র নিয়মিত অনুষ্ঠান</u>**

i) আলোর স্মরনে কাটুক আঁধার

ii) আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদযাপন

iii) মুক্ত ফোরাম

v) নির্যাতন প্রতিরোধ দিবস পালন

২) **<u>গবেষনার কাজ</u>**

i) জেন্ডার এ্যান্ড জাজেস

ii) সিডও বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ

iii) Gender Citizenship and Good Goverence

iv) পরিবারের অভ্যন্তরে নারীর প্রতি সহিংসতা

৩) **<u>উপদেষ্টামূলক কাজ</u>**

i) নারীর প্রতি সহিংসতার উপর দ্রুত সমীক্ষা

ii) নারীর প্রতি সহিংসতারোধে বহুমুখী কর্মসুচী প্রণয়ন

iii) কেয়ার জেন্ডার পলিসি

৪) **<u>প্রশিক্ষণ</u>**

i) CPP কর্মীদের প্রশিক্ষণ

ii) SDC কর্মীদের প্রশিক্ষণ

iii) নারীপক্ষ'র সদস্য/কর্মীদের বিভিন্ন প্রশিক্ষনে অংশগ্রহন

৫) **<u>স্বাস্থ্য দলের কার্যক্রম</u>**

i) স্বাস্থ্য দলের বৈঠক

ii) ট্যমক্সিফেন

iii) স্বাস্থ্য প্রশিক্ষন

iv) নিরাপদ মাতৃত্ব

v) স্তন ক্যান্সার

vi) এ্যাসিড আক্রমন

vii) তামাক বিরোধী কার্যক্রম

viii) বুকের দুধ

৬. **<u>অন্যান্য কার্যক্রম</u>**

i) যৌন হয়রানী

ii) টানবাজার/ সংহতি

iii) কাব কাম্বুরীতে অংশ গ্রহন

৭) প্রতিবাদ বিবৃতি পত্র/ সংবাদ সম্মেলন

৮) সমন্বয়কারী ও ব্যবস্থাপনা কমিটি'র সিদ্ধান্ত

৯) বাংলাদেশের বাইরে নারীপক্ষ'র প্রতিনিধিত্ব

১০) কার্যালয় সংবাদ

১১) সদস্য সংবাদ

১২) শোক সংবাদ

১৩) চাকুরী সংবাদ

১৪) পারিবারিক সংবাদ

১৫) সদস্যদের বিশেষ অর্জন

১) নারীপক্ষ'র নিয়মিত অনুষ্ঠান ঃ

র) আলোর স্মরনে কাটুক আঁধার

প্রতিবছরের মত ৮ই ডিসেম্বর ১৯৯৯ সনের "আলোর স্মরণে কাটুক আঁধার" অনুষ্ঠান পালন করা হয়। এবারের আলোর স্মরণে কাটুক আঁধার অনুষ্ঠানের প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল "মুক্তিযুদ্ধ সকলের"। অনুষ্ঠান সমন্বয়কারী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন নাহিদ নাজনীন।

ii) আন্ড়র্জাতিক নারী দিবস উদ্‌যাপন কমিটি

১৫ই মে আন্ড়র্জাতিক নারী দিবস উদযাপন কমিটি'র অর্ধ দিবসের একটি কর্মশালা "গার্ল গাইডস এসোসিয়েশান মিলনয়াতন"-এ আয়োজন করা হয়। কর্মশালায় বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করা হয়।

এ কমিটির প্রয়োজনীয়তা

কমিটি'র সাংগঠনিক রূপ

ভবিষ্যৎ কর্মসূচী

নতুন আহবায়ক নির্বাচন ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করা হয়।

কর্মশালার সিদ্ধান্ড়সমূহ

* তিন সদস্য বিশিষ্ট আহবায়ক কমিটি এবং কার্যক্রম পরিচালনা কোষ (Cell) গঠন করা হয়।

(১) আহবায়ক

(২) যুগ্ন আহ্‌বায়ক

(৩) সহযোগী আহ্‌বায়ক

* আগামী তিন বছরের জন্য নিম্নোক্ত ব্যক্তিগন আহ্‌বায়ক কমিটির দায়ীত্ব পালন করবেন।

আহ্‌বায়ক - শাহীন আখতার ডলি (নারীমৈত্রী)

যুগ্ন আহ্‌বায়ক - নাসরীন হক (নারীপক্ষ)

সহযোগী আহ্‌বায়ক -- মাহবুবা বেগম (বাউশি)

২০০০ সনে আন্ড়র্জাতিক নারী দিবস ৭ই মার্চ পালন করা হয়। জাতীয় যাদুঘরের সামনে জমায়েত হয়ে মশাল মিছিল এলিফ্যান্ট রোড দিয়ে সায়েন্সল্যাবরেটরী হয়ে ধানমন্ডি ক্লাব মাঠে শেষ হয়। তারপর সেখানে একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়। এবারের ঘোষনা পাঠ করেন রওনক জাহান। এবারের নারী দিবসের প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল "নারী নির্যাতনের বির"দ্ধে র"খে দাঁড়াও"। এবছর আন্ড়র্জাতিক নারী দিবস উদযাপন কমিটি'তে অনেক নতুন সংগঠন যোগ দেয়।

গত এক বছরে নিম্নোক্ত বিষয়ে গুলির উপর মুক্ত ফোরাম অনুষ্ঠিত হয়

iii) মুক্ত ফোরাম

২রা এপ্রিল ২০০০ "ভারত বাংলাদেশ সম্পর্ক" বিষয়ে আলোচনা করেন ডাঃ শ্যামলী ঘোষ, ফেলো নেহের" মেমোরিয়াল ইনস্টিটিউট, নতুন দিল-ী, ভারত।

২রা মার্চ ২০০০ তারিখে গিরীন্দ্র শেখর বসু ও বাংলা সাময়িক পত্রে মনোচিকিৎসা বিষয়ে আলোচনা করেন ডাঃ অমিত রঞ্জন বসু, মনোচিকিৎসা গবেষক, জওহরলাল নেহের" বিশ্ববিদ্যালয়, ভারত।

২২ ফেব্রুয়ারী, ২০০০ "নারী ও ক্ষমতায়ন ঃ প্রেক্ষিত মহাশ্বেতা দেবীর লেখা" বিষয়ে আলোচনা করেন রাধা চক্রবর্তী গবেষক, দিল-ী বিশ্ববিদ্যালয়।

২৯শে জুন ১৯৯৯ "জনস্বাস্থ্যের উপর নারী নির্যাতনের প্রভাব নিকারাগুয়ার অভিজ্ঞতা বিষয়ে আলোচনা করেন প্রফেসর লারস্ একে পারসন, ভারপ্রাপ্ত পরিচালক- ICDDRB

৮ই জুন ১৯৯৯ "মার্কিন সমাজে মুসলিম নারী" বিষয়ে আলোচনা করেন অধ্যাপক আজিজ ই আল হিবরী, রিচমন্ড বিশ্ববিদ্যালয় যুক্তরাষ্ট্র।

৩০ মে ১৯৯৯ "বাংলাদেশে ক্ষুদ্র (ঋণ কর্মসূচী ও নারীর ক্ষমতায়ন"- এর উপর আলোচনা করেন ডঃ নায়লা কবীর, ইনষ্টিটিউট অফ ডেভেলপমেন্ট ষ্টাডিজ, সাসেক্স বিশ্ব বিদ্যালয়, ইংল্যান্ড। ।

২) **গবেষনার কাজ**

i) **জেন্ডার এন্ড জাজেস গবেষনা**

সাকসি ঃ

গত ৩-৪ সেপ্টেম্বর দি এশিয়া প্যাসেফিক এ্যাডভাইজারি ফোরাম অন জুডিশিয়াল এডুকেশন অন ইকুয়ালিটি ইস্যুজ ও নারীপক্ষ যৌথভাবে বিচারক ও নারী-পুর"ষের সমতা বিষয়ক দুইদিনের একটি কর্মশালা সিরডাপ মিলয়নায়তন এ অনুষ্ঠিত হয়। ক্যানাডা থেকে আগত বিচারপতি ডি. আর. ক্যাম্পবল, ফেডারেল কোট ও এ পি ফোরামের সদস্য নায়না কাপুর উপস্থিত ছিলেন। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিচারপতি লতিফুর রহমান, সুপ্রীম কোট বাংলাদেশ। অংশগ্রহনকারী হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিভিন্ন আইনজীবি ও এন জি ও কর্মী। এই কর্মশালার সমন্বয়কারীর দায়িত্ব পালন করেন রাশিদা হোসেন, এবং প্রতিবেদন তৈরী করার দায়িত্বে ছিলেন রূপা খান।

ii) নারী-পুর"ষের মধ্যে সমতা প্রতিষ্ঠায় রাষ্ট্রীয় অঙ্গীকার বাস্ড়বায়নে অগ্রগতি পরিবীক্ষণ ইরো-এশিয়া প্যাসিফিক এর সঙ্গে নারীপক্ষ মহিলা ও পরিষদের যৌথ প্রকল্প। ইরো এশিয়া প্যাসিফিক- এর সহযোগিতায় নারী পুর"ষের মধ্যে সমতা প্রতিষ্ঠায় রাষ্ট্রীয় অঙ্গীকার বাস্ড়বায়নে অগ্রগতি পরিবীক্ষণ শীর্ষক প্রকল্পের বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ ও নারীপক্ষ যৌথভাবে করেছেন। এ প্রকল্পের উদ্দেশ্য হচ্ছে "নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ সনদ" বাস্ড় বায়নে রাষ্ট্রীয় অঙ্গীকার পুরণে অগ্রগতি পরিবীক্ষণ করা এবং সেই সাথে একটি দীর্ঘমেয়াদি বেসরকারী পরিবীক্ষন পদ্ধতি ও প্রক্রিয়া প্রতিষ্ঠা করা। এর জন্য তৈরী করা খসড়া "বেইস লাইন প্রতিবেদন" এর উপর ২৪শে এপ্রিল সিরডাপ মিলনায়তনে মানবাধিকার ও আইন সহায়তা সংগঠন নিয়ে একদিনের একটি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়।

iii) **জেন্ডার নাগরিকত্ব ও শাসন প্রকল্প**

Royal Tropical Institute (KIT) Gender Citizenship and Good Goverence শিরোনামে South Asia Ges South Africa তে বিভিন্ন বেসরকারী নারী সংগঠনের মাধ্যমে গবেষনা করবে। এই গবেষনা ২০০০ সালে শুর" হয়ে আড়াই বছর চলবে। এ প্রকল্পের কাজ দুর্বার নেটওয়ার্ক প্রকল্প ও নারী স্বাস্থ্য কর্মসূচীর মাধ্যমে করা হবে। রীনা সেনগুপ্তা সমন্বয়কারী হিসাবে দায়িত্ব পালন করবেন। আর সহ সমন্বয়কারী রওশন আরা বেবী।

৩) **উপদেষ্টামূলক কাজ**

i) নারীর প্রতি সহিংসতার উপর দ্র"ত সমীক্ষা

ii) সরকারের নারীর প্রতি সহিংসতারোধে বহুমুখী কর্মসুচী প্রণয়নে নারীপক্ষ'র সহযোগীতা

৪) **প্রশিক্ষণ** ঃ

i) CPP এর কর্মীদের জন্য জেন্ডার বিষয়ক প্রশিক্ষন -CPP এর উচ্চ পর্যায়ের কর্মীদের জন্য ২ দিনের একটি প্রশিক্ষন করা হয়। এই প্রশিক্ষন থেকে ২,২২,২৭৬ টাকা আয় হয়।

ii) আগষ্ট ২০০০ এসডিসি এর কর্মী ও পার্টনারদের নিয়ে জেন্ডতার বিশে- ষন বিষয়ে ৪ দিনের একটি প্রশিক্ষনে শিরীন হক ও রোকেয়া আহমেদ কাজ করেন। এর কাজের জন্য নারীপক্ষ ১,৩০,০০০/- টাকা আয় করে।

iii) কেয়ার এর জেন্ডার বিষয়ক নীতিমালা তৈরী করেছে। এ কাজের জন্য নারীপক্ষ ৬ লাখ ৫০ হাজার টাকা আয় করেছে। এ কাজে যুক্ত ছিলেন শিরীন হক, মাহীন সুলতান, রীনা রায়, ফজিলা বানু লিলি ও রীনা সেনগুপ্তা।

iii) নারীপক্ষ'র সদস্য/কর্মীদের বিভিন্ন প্রশিক্ষনে অংশগ্রহন

COOPI সংগঠনের প্রশিক্ষন :

নির্যাতনের শিকার মেয়েদের মানসিক সহায়তার জন্য তিন মাসের মনোবিজ্ঞান ও কাউন্সেলিং প্রশিক্ষন COOPI সংগঠনের আয়োজনে এপ্রিল মাস থেকে শুর" হয়েছে। নারীপক্ষ থেকে খোদেজা আক্তার,নাহিদ নাজনীন, নাজমা

বেগম ও রেবেকা মিলটন প্রশিক্ষনে অংশগ্রহন করছে। প্রশিক্ষণের গত পর্বে (অক্টোবর - ডিসেম্বর '৯৯) মুক্তি ও নুর"ন্নাহার অংশগ্রহণ করেছিল এবং মুক্তি ও নুর"ন্নাহার প্রতি সপ্তাহে বুধবার 'ঠিকানা' বাসায় গিয়ে এসিড দগ্ধ মেয়েদের কাউন্সেলিং করছে।

১৬-৩০ অক্টোবর ২০০০ বারপার্ট আয়োজিত Epidemiologic Approach to Reproductive Health প্রশিক্ষনে রেবেকা মিল্টন অংশ নেয়।

Behaviour Change Communication Programme আয়োজিত "Message Development" প্রশিক্ষন কর্মশালায় নাজমা বেগম ও রেবেকা মিল্টন কুমিল-ায় অংশ নেয়।

১২-১৭ আগষ্ট ২০০০ টার্ড আয়োজিত "Capacity Building for Women Managers" প্রশিক্ষনে রোকেয়া খাতুন অংশ নেয়।

২১ অক্টোবর ২০০০ প্রতিবেদন লেখার উপর ফিরদৌস আজীম অর্ধ দিবসের একটি প্রশিক্ষণ পরিচালনা করেন। এই প্রশিক্ষনে নারীপক্ষ'র বিভিন্ন সদস্য ও কর্মীরা অংশ্রগ্রহন করে।

৩-৬ ডিসেম্বর ২০০০ ইউনিসেফ ও রেড বার্নেট আয়োজিত "হিউম্যান রাইটস এন্ড ট্রাফিকিং" প্রশিক্ষনে পরীবিক্ষন প্রকল্পের প্রকল্প কর্মকর্তা জাকিয়া বেগম অংশ নেয়।

৫) **স্কাউট প্রশিক্ষন**

জুন মাসের প্রতি শুক্রবার ও শনিবার সারাদিনব্যাপী এ প্রশিক্ষন স্কাউট ভবনে অনুষ্ঠিত হয়। এ প্রশিক্ষনে অংশ নেয় আরজুমান্দ বানু মিলি, উম্মে হাবিবা, উম্মে মুনসুরা ও নাজনীন আখতার। এ প্রশিক্ষণের ফি আইসিপিডি ফলোআপ কর্মসূচী থেকে বহন করা হয়।

৬) **ইংরেজী ভাষা শিক্ষণ**

২৫-২৯শে জুলাই ব্রিট্রিশ কাউন্সিল আয়োজিত ইংলিশ ল্যাংগুয়েজ টিচিং মেথডোলজি প্রশিক্ষনে রেবেকা মিল্টন ও নাজনীন আখতার অংশ নেয়।

ইংরেজি ভাষা শিক্ষার জন্য কেইট বালডাস প্রতি সোমবার বিকেল ৪ঃ০০ থেকে ৬ঃ০০ টা পর্যন্ড় তিন মাস ইংরেজী ক্লাস করান। বর্তমানে প্রিয়াংকা দেবনাথ প্রতি সপ্তাহে বুধবার ৩:০০ থেকে ৫:০০ টা পর্যন্ড় ইংরেজী ক্লাস নিচ্ছে। মুক্তি, নুর"ন্নাহার, রোকেয়া, রত্না, নাজমা ও লেখি ইংরেজী ক্লাসে অংশগ্রহন করে।

স্বাস্থ্য দলের কর্মসূচী ঃ

১৯৯৯ সেপ্টেম্বর মাসে আই.সি.পি.ডি ফলো-আপ প্রকল্পে সময়কাল শেষ হযেছে। এই প্রকল্পের স্থানীয় নারীস্বাস্থ্য সমস্যার চুড়ান্ড় প্রতিবেদন তৈরীর কাজ চলছে। তিনটা এলাকা - সাটুরিয়া, রাজশাহী, সারিয়াকান্দির চুড়ান্ড় প্রতিবেদন শেষ হয়েছে। বাকী আছে দুটি এলাকা - পাথরঘাটা ও বান্দরবান।

আই.সি.পি.ডি ফলো-আপ প্রকল্পের কর্মসূচী এবং নারী স্বাস্থ্যের অন্যান্য কর্মসূচী কিভাবে চলবে সে বিষয়ে আলোচনার মাধ্যমে স্বাস্থ্য দল গঠিত হয়। সিদ্ধান্ড় হয় যে এই স্বাস্থ্য দলের মাধ্যমে উপরোক্ত কর্মসূচী চলবে এবং নভেম্বর '৯৯ থেকে স্বাস্থ্য দলের বৈঠক প্রতি শনিবার বিকাল ৪:০০ টায় অনুষ্ঠিত হবে। প্রথম দিকে এই বৈঠক নিয়মিত না হলেও জানুয়ারী ২০০০ থেকে সক্রিয়ভাবে স্বাস্থ্য দলের বৈঠক চলছে। স্বাস্থ্য দলে অংশগ্রহন করছে নাসরীন হক, রেবেকা মিল্টন, নাজনীন আখতার, নাজমা বেগম, রত্না, রোকেয়া খাতুন, নাহিদ নাজনীন, রীতা দাস রায়, কর"না সমাদ্দার, ইয়াসমীন, মনসুরা বেগম, উম্মে হাবিবা,সামিয়া, মুক্তি, নুর"ন্নাহার, মুনমুন।

নিম্নে স্বাস্থ্য দলের কর্মসূচীর এবং সদস্যদের দায়িত্ব উলে-খ করা হলো ঃ

১. সমন্বয়কারী, স্বাস্থ্য দল - নাসরীন হক
২. নারী ও প্রজনন স্বাস্থ্য, কিশোরী স্বাস্থ্য - রেবেকা মিল্টন
৩. নিরাপদ মাতৃত্ব আন্দোলন - নাজমা, সহযোগিতায় রত্না
৪. স্ড়্রা ক্যান্সার আন্দোলন - নাহিদ নাজনীন ও নাজনীন আক্তার

৫. স্ড়ন ক্যান্সারের প্রানরক্ষাকারী ঔষধ টেমক্সিফেন এর স্থানীয় উৎপাদন আন্দোলন - রীতা দাস রায় ও ফরিদা ইয়াসমীন

৬. তামাক বিরোধী আন্দোলন - নাজমা, রত্না ও মুক্তি

৭. এসিড দগ্ধ মেয়েদের আন্দোলন - নুর"ন্নাহার ও মুক্তি

৮. বুকের দুধ আন্দোলন - শামসুননেসা ও রোকেয়া খাতুন

৯. প্রশিক্ষকদের প্রশিক্ষন - নারী ও প্রজনন স্বাস্থ্য-রেবেকা মিল্টন ও নাসরীন হক

১০. অন্যান্য - স্বাস্থ্য বিষয়ে যেকোন প্রতিবাদ প্রচারনা স্বাস্থ্য দলের সাপ্তাহিক সভায় আলোচনার মাধ্যমে নির্ধারন করা হয়।

i) নিরাপদ মাতৃত্ব কর্মসূচী

বাংলাদেশ সরকার ২৮শে মে দিনটিকে নিরাপদ মাতৃত্ব দিবস হিসেবে ঘোষনা করছে। এ দিনটিকে ধরে রাখার জন্য ইউনিনেফ ও নারীপক্ষ যৌথভাবে মাতৃ-মৃত্যু রোধ ও অধিকার সংরক্ষন আন্দোলন শীর্ষক দুইদিনব্যাপী ভবিষ্যৎ সন্ধানী সম্মেলন বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলায় সংগঠিত করার সিদ্ধান্ড় নেয়। যার ফলশ্র"তিতে ১৯৯৮ সালে বাংলাদেশের ৮টি জেলায় এ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ৩ দিন ব্যাপী নিরাপদ মাতৃত্ব কর্মশালা জুলাই ১৯৯৯ সনে অনুষ্ঠিত হয়। এই কর্মশালায় স্থানীয় সংগঠগুলিকে মাতৃ মৃত্যু রোধ ও অধিকার সংরক্ষণ আন্দোলন শীর্ষক ভবিষ্যৎ সন্ধানী সম্মেলন এই আয়োজনের প্রস্তুতি প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। তাছাড়া নারী স্বাস্থ্য, প্রজনন স্বাস্থ্য ও অধিকার বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়।

মায়েদের হৃদয় বিদারক এই সকল মৃত্যুর ঘটনায় বিশে- ষণের মাধ্যমে "কমিউনিকা" সংগঠন সম্মেলনের বাকী দুই দিনের কার্যক্রম পরিচালনা করে। স্থানীয় ভাবে সিভিল সার্জন ও প্রশাসনিক কর্মকর্তাবৃন্দ এই সম্মেলন আয়োজন করে।

ii) স্ড়ন ক্যান্সার

অক্টোবর মাস ছিল স্ড়ন ক্যান্সার সচেতনতা বৃদ্ধি করার মাস। ১লা অক্টোবর, ১৯৯৯ সেভ দি চি- লড্রেন ইউ.কে - এর সভাকক্ষে একটি ঘরোয়া অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। স্ড়ন ক্যান্সারে আক্রান্ড় কাজী রোজী, কল্যানী রায়ও লুসি রায় অংশগ্রহন করে।

অক্টোবর ১৯৯৯ সনে সারা মাস - নিরাপদ মাতৃত্ব সম্মেলনের মাধ্যমে বাংলাদেশে বিভিন্ন জেলায় স্ড়ন ক্যান্সার সচেতনতা বৃদ্ধির কাজ হয়েছে।

iii) ট্যামক্সিফেন ঃ

২৫শে মার্চ ২০০০ স্ড়ন ক্যান্সার এর প্রান রক্ষাকারী ঔষধ ট্রামক্সিফেন এর দেশীয় উৎপাদনের দাবীতে নারীপক্ষ দেশীয় ঔষধ কোম্পানীদের সাথে একটি আলোচনা সভা করে। এই আলোচনা সভায় বেক্সিমকোর ডাঃ রওনক খান ও ডাঃ সেলিনা, এ সি আই এর তাপস কয়াল, অপসোনিন এর ডাঃ মনির"ল ইসলাম ও আদনান মাসুদ, গনস্বাস্থ্য ফার্মাসিটিক্যাল এর ডাঃ মাকসুদ আল ইসলাম, ক্যান্সার ইন্সষ্টিটিউট এর ডাঃ বিননুর এবং তিনজন স্ড়ন ক্যান্সার রোগী আলোচনার অংশ গ্রহন করেন। ক্যান্সার ইনষ্টিটিউট থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী ধারনা করা যায় যে প্রতি বছর তারা যত মহিলা রোগী দেখেন তার শতকরা ২৫ ভাগ স্ড়ন ক্যান্সার এ আক্রা স্ড়। স্ড়ন ক্যান্সার আক্রান্ড় একজন রোগী বলেন ট্রামাক্সিফোন সব সময় দোকানে পাওয়া যায় না এবং প্রকৃত মূল্য ২০টাকা হলেও মাঝে মাঝে ২২ টাকা এমন কি ২৫ টাকা দিয়েও কিনতে হয়। স্ড়ন ক্যান্সার রোগীর এই ঔষধটি ৫ থেকে ১০ বছর পর্যন্ড় খেতে হয়। ঔষধ কোম্পানীর প্রতিনিধিরা বলেন যে এই প্রান রক্ষাকারী ঔষধ ট্রামক্সিফেন এর দেশীয় উৎপাদনের ব্যাপারে সরকারের সহযোগিতা পেলে এই ঔষধ উৎপাদনে সার্বিক সহযোগিতা থাকবে। এই বৈঠকে দৈনিক সংবাদ, জনকণ্ঠ ও হলি ডে এর সাংবাদিকগণ উপস্থি ছিলেন, বিষয়টি পত্রিকায় ছাপা হয়।

iv) **এ্যাসিড আক্রমন**

এসিড দগ্ধ মেয়েদের ইতালী যাত্রা :

এসিড দগ্ধ ৭ জন মেয়ে এবং নাজমা বেগমের ইতালীতে পাঠানোর জন্য ব্যাপক প্রস্তুতি চলে যার মূল দায়িত্ব নাজনীন- এর উপর। নাসরীন হক প্রাথমিক ভাবে তাদের ইতালীতে পৌছে দেয়। ৮ জনের জন্য খরচ দেন ইতালীর এক পরিবার যাদের আমন্ত্রনে তারা ভ- মনে যায়। নাসরীন হক নিজস্ব টিকেট যোগাড় করে। ইতালীর এই পরিবার ৭টি মেয়ের জন্য ভারতে চিকিৎসার খরচ দেবেন বলেছেন। নাজমা বেগম ১১ই নভেম্বর এক মাসের জন্য ইতালীতে ছুটি কাটাতে গিয়েছিল এসিড দগ্ধ মেয়েদের সাথে। ইতালীর দূতাবাস সাত জনের ভিসার ফি নেয়নি। মোট ২২০০০/- টাকা মওকুফ করেছে। ইতালীর পরিবার ইতালীতে যাওয়ার জন্য ১১,০০০ ডলার পাঠিয়েছিল যা টাকায় মোট ৫,৩০,৪১৭/- টাকা। তা দিয়ে পাসপোর্ট, টিকেট, ভ্রমন সংক্রান্ড় ট্যাকন, কেনা কাটা করার জন্য পাঠিয়েছে। তা ছাড়া স্পেনে যারা গিয়েছে নুর"ন্নাহার সহ তাদের মধ্যে চার জনের অপারেশন হয়েছে। গত ডিসেম্বর মাসে নাজমা ৭ জনকে নিয়ে বাংলাদেশে ফিরে এসেছেন।

বীনা ও ঝর্নার আমেরিকায় চিকিৎসা : চিকিৎসার জন্য বীনা ও ঝর্না আমেরিকা যায় ৩০ অক্টোবর ১৯৯৯। Healing The Children এই চিকিৎসার খরচ বহন করছে।

রীনা ও মুনীরা মুম্বাই যায় ১২ই এপ্রিল ২০০০। ইতালীয় পরিবার তাদের চিকিৎসার খরচ বহন করছে।

এসিড নির্যাতনের উপর প্রকাশনা ঃ

'এসিড দগ্ধ হলে জর"রী ভিতিএত করণীয় তথ্যসমূহ' বিষয়ে ২০,০০০ লিফলেট ১৯৯৭ সনে ছাপানো হয়েছে। আমরা অফিসের কাজে যেখানেই যাই সেখানে লিফলেট নিয়ে যাই এবং সারা বাংলাদেশে নারীপক্ষ'র বিভিন্ন নেটওয়ার্কের মাধ্যমে বিলি করা হয়েছে। এই লিফলেট বিভিন্ন পত্রিকায়ও ছাপানো হয়েছে। বর্তমানে এই লিফলেটের মত অন্যান্য সংস্থাও লিফলেট তৈরী করেছে।

"Combating Acid Violence"-১৯৯৮ সনে ইংরেজীতে ব্রসিওর করা হয়।

"Burning Passions : Investigation in to Acid Violence in Bangladesh"- ১৯৯৭ সনে বিশেষ প্রতিবেদন তৈরী হয়।

১৯৯৮ , ১৯৯৯ সনে সংহঠিত এসিড নির্যাতনে পরিসংখ্যান :

১৯৯৮ সনে এসিড আক্রমনের ১৩০ টি ঘটনা

১৯৯৯ সনে পাঁচটি পত্রিকা থেকে ১০৩ টি ঘটনা সংগ্রহ করেছি।

v) **তামাক বিরোধী আন্দোলন ঃ**

নভেম্বর ১৯৯৯ Voyage of Discovery জাহাজের ধুমপান প্রচারনার বির"দ্ধে তামাক বিরোধী জোটের সাথে নারীপক্ষ ঢাকায় এবং চট্টগ্রামে সক্রিয় অংশগ্রহন করেছে। ফলে এ জাহাজের প্রচারণা মামালার মাধ্যমে বন্ধ ঘোষনা করা হয়। ধুমপানে ক্ষতিকর তথ্যসমৃদ্ধ একটি লিফলেট এবং পোষ্টার এসময়ে বিতরন করা হয়।

তামাক বিরোধী জোটের মশাল মিছিলঃ

ওয়ার্ক ফর বেটার বাংলাদেশ ও বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বিশ্বব্যাপী তামাক বিরোধী প্রচারনা জোরদার এবং ধুমপান থেকে মুক্তির শে-াগান নিয়ে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মশাল দক্ষিন পূর্ব এশিয়া প্রজ্বলিত শিখা "সিয়াট ফ্লেইম" বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে ভ্রমনের লক্ষ্যে এক মাসের জন্য ৭ই ফেব্রয়ারী ঢাকায় আসে। বিভিন্ন নারী সংগঠন ট্রাকে যোগে মশাল মিছিল করে ২নং ধানমন্ডি বি,ডি,আর গেট থেকে ২৭ নং ধানমন্ডি হয়ে সংসদ ভবন চত্তর, কলাবাগান, এলিফ্যান্ট রোড হয়ে পে- সক্লাবে এসে মিছিলটি শেষ হয়। অন্য ট্রাকে বাদ্য যন্ত্র সহকারে বিভিন্ন গান পরিবেশন করা হয় । আমাদের দেশের মহিলা জনগোষ্ঠির একটি বড় অংশ সরাসরি গুল সাদা পাতা ও জর্দারূপে তামাক সেবন করছে তাদের অনেকেই ধুমপান করেন না। স্বাস্থ্য দল এই মহিলাদের তামাক সেবনের বির"দ্ধে সোচ্চার হবার জন্য লিফলেট তৈরী করে বিতরন করে। নারীপক্ষ থেকে রেবেকা মিল্টন রোকেয়া খাতুন, নাজমা বেগম, রত্না, মুক্তি, নুর"ন্নাহার, রিক্তা, নিপু, মমতাজ বেগম সহ অনেকে স্বেচ্ছাসেবী হিসাবে অংশ নেয়।

তথ্য সংগ্রহ

বাংলাদেশে মহিলারা সাদাপাতা, জর্দা, গুল ব্যাপকভাবে ব্যবহার করছে যা লোক চক্ষুর অন্তরালে রয়ে গেছে। এ বিষয় জানার জন্য দুর্বার নেটওয়ার্ক সংগঠন এবং আই.সি.পি.ডি নেটওয়ার্ক সংগঠনের মাধ্যমে মহিলাদের তামাক সেবন তথ্য সংগ্রহের কাজ চলছে।

vi) ডেলটা লাইফ ইন্সুরেন্স এর নাথে যোগাযোগ

গ্রামীন মহিলাদের গন বীমার ব্যাপারে ডেলটার সাথে যোগাযোগ করা হয়। ডেলটা লাইফ ইন্সুরেন্স গ্রাম এলাকায় কাজ করে থাকে। তাদের সাথে গ্রামীন মহিলাদের স্বাস্থ্য সেবার ব্যাপারে আলোচনা করা হয়। কিন্তু গন বীমার কোন সঠিক কাগজপত্র না থাকাতে এ আলোচনা আর বেশীদূর অগ্রসর হয়নি।

vii) প্রজনন স্বাস্থ্য বিষয়ক প্রশিক্ষকদের প্রশিক্ষন (TOT)

নারীপক্ষ কার্যালয়ে ৮ই এপ্রিল ২০০০ থেকে প্রতি শনিবার ২:০০ টা থেকে ৪:০০টা পর্যন্ত নারী ও প্রজনন স্বাস্থ্যর প্রশিক্ষকদের প্রশিক্ষন চলছে। এ প্রশিক্ষন ৮ সপ্তাহ চলবে। প্রশিক্ষন পরিচালনা করছে নাসরীন হক ও রেবেকা মিলটন। প্রশিক্ষনে অংশ নিচ্ছে রোকেয়া খাতুন, নাহিদ, নাজমা, শামসুন নেসা, সামিয়া, কর্ণা, নাজনীন, ইয়াসমিন, রীতা দাশ রায়, মুক্তি, নুরুন নাহার, খোদেজা, মনসুরা, উম্মে হাবিবা ও রত্না। প্রতি ক্লাসের হ্যান্ডআউট দুইজন অংশগ্রহনকারী তৈরী করার দায়িত্ব নিচ্ছে। হ্যান্ড আউট চুড়ান্ত সংশোধনের দায়িত্বে রেবেকা মিল্টন ও নাসরীন হক। এই প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য নারী ও প্রজনন স্বাস্থ্য সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন এবং মাঠ পর্যায়ে প্রশিক্ষণ পরিচালনার দক্ষতা অর্জন।

viii) বুকের দুধ

গত ৪রা এপ্রিল The Participants to Outline the Social Mobilization Mechanism for world Breast feeding week, মায়ের দুধের পক্ষে প্রচার অভিযান আয়োজিত বিভিন্ন বৈঠকে শামসুন নেসা ও রোকেয়া অংশ নেয়। এবারের ২০০০ সালের প্রতিপাদ্য বিষয় হচ্ছে "মায়ের বুকের দুধ শিশুর অধিকার"। এছাড়া সুরাইয়া হকের সাথে কর্মস্থলে শিশুযত্ন কেন্দ্রর বিষয়ে বিভিন্ন ফোরামে কাজ করা হয়েছে।

ix) অভিনন্দন পত্র

হটলাইন বাংলাদেশের রোজলিন কন্ড্র ১৪ বছরের মানুষের শান্তি ও কল্যানের জন্য দক্ষিন কোরিয়া "Bisship Tji Hak- soon Justice and Peace Award 1999 সন্মানে ভূষিত হয়েছেন। নারীপক্ষ তরফ থেকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানানো হয়।

x) যৌন হয়রানী

উইমেন ফর উইমেন আয়োজিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যৌন হয়রানী বিষয়ক বৈঠকে নিয়মিত নারীপক্ষ'র পারভীন হাসান, হাবিবুন নেসা, রোকেয়া আহমেদ, জুলিয়েট ও শিরীন হক।

xi) কাব কাম্পুরীতে অংশ গ্রহন '২০০০

১২-১৬ ফেব্রুয়ারী ২০০০ কাব কাম্পুরী অনুষ্ঠিত হয়। স্বাস্থ্য দল ৫ - ১০ বছরের শিশুদের উপযোগী করে স্বাস্থ্য তথ্য "আমি সুস্থ্য থাকতে চাই" লিফলেট তৈরী করে এবং বিতরন করে। এবারের ৫ম বাংলাদেশ কাব কাম্পুরীর থিম ছিল "আগামী পৃথিবী শান্তির পৃথিবী চাই"। নারীপক্ষ'র প্রদর্শনী স্টলে অংশগ্রহনকারীদের জন্য বাস্কেট বল খেলার ব্যবস্থা ছিল। খেলা আনন্দের, খেলা সকলের বিষয়ের উপর ভিত্তি করে একটি কার্টুন গল্প বিতরন করা হয়। শিশু অধিকার সনদ এর উপর ভিত্তি করে একটি পোষ্টার তৈরী করা হয়। কাঁথা সেলাই করার ব্যবস্থা ছিল। মূল সমন্বয়কারী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন হাবিবুন নেসা। সহযোগিতা করে আরজুমান্দ বানু, শ্যামল, মুনমুন, রিক্তা, স্বাস্থ্য দল, পরিবীক্ষন প্রকল্পের কর্মীগণ । কাপ কাম্বুরী থেকে একটি সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়

২. **১৩ মে নারীপক্ষ'র ১৬তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী পালন**

১৩ মে নারীপক্ষ'র ১৬তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী নারীপক্ষ'র সদস্য পারভীন হাসান এর বাসায় পালন করা হয়। অনেক সদস্য উপস্থিত ছিল নাচ,গান-বাজনা ও কেক কাটার মধ্য দিয়ে একটি সুন্দর সন্ধ্যা উপভোগ করা হয়।

v) **টানবাজার**

গত বছরের জুলাই মাসে টানবাজারের পতিতালয়টি সরকার উচ্ছেদ করে। ওখানকার বাসিন্দাদের উপর পুলিশ মারধর করে তাদের তাড়িয়ে দেয়। এর প্রতিবাদে নারীপক্ষসহ ৬৮টি সংগঠন "সংহতি" একটি মানবাধিকার মোর্চা গঠিত হয়। নারীপক্ষ এতে নেতৃত্ব দেয়। এই মানবাধিকার লংঘনের বির"দ্ধে সংহতি মিছিল, সমাবেশ, শালমিছিলসহ বিভিন্ন ভাবে প্রতিবাদ জানায়। রিট পিটিশন করা হয়। বর্তমানে টানবাজারের বাসিন্দারা মানবেতন জীবন-যাপন করছে।

১৯শে জুন ১৯৯৯ নারীপক্ষ এবং উল্কা নারীসংঘ এর প্রস্ড়াবে একদিনের একটি আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনায় মুল বিষয়বস্তু ছিল "যৌন পেশা"।

টানবাজার ও নিমতলি পতিতালয় থেকে উচ্ছেদকৃত যৌনকর্মীদের মানবাধিকার রক্ষার দাবীতে সংহতির পক্ষে ১লা আগষ্ট '৯৯ নারীপক্ষ সহ ৫টি সংগঠন হাইকোর্টে যে আবেদন করেছিল তার প্রেক্ষিতে গত ১৪ মার্চ ২০০০ তারিখে মহামান্য হাইকোর্টে রীটের রায় ঘোষনা করেছেন। আমাদের মহামান্য বিচারক যৌনকর্মীরা যে তারা যে বাংলাদেশের নাগরিক এটা স্বীকার করে তাদের পক্ষে রায় দেন। রায়ে যৌনকর্মীদের নাগরিক অধিকার এবং মানবাধিকারকে স্বীকৃত দেয়া হয়েছে। মহামান্য আদালত নারায়নগঞ্জ টানবাজারের ও নিমতলী থেকে পতিতাদের উচেছদ ও আটককে বেআইনী ঘোষনা এবং ভবঘুরে কেন্দ্রের আটক পতিতাদের এখনই মুক্ত করে দেয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। রায়ে নারাযনগঞ্জ জেলা প্রশাসনের ভূমিকায় অসন্ড়োষ প্রকাশ করা হয়। উচ্ছেদকালে পুলিশের ভূমিকায় নিন্দা করে রায়ে বলা হয় পুলিশ জনগনের অধিকার রক্ষায় তৎপর না হলে এ প্রতিষ্ঠান জনগনের আস্থা হারাবে।

এ রায়ের ভিত্তিতে গত ৩০ মার্চ ২০০০ তারিখে সংহতির উদ্যোগে ওসমানী উদ্যানে এক বিজয় সমাবেশ, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং মিছিল করে।

৬) **প্রতিবাদ বিবৃতি পত্র/ সংবাদ সম্মেলন**

মে মাসে ২০০০ অর্ধদিবস হরতাল চলাকালে বিরোধী দলের কর্মীদের উপর পুলিশ হামলার যে সচিত্র বিবরণ পত্রিকায় ছাপানো হয়েছে তাতে নারীপক্ষ প্রতিবাদ জানিয়েছে। নারীপক্ষ দাবী জানায় যে, সরকার যেন উক্ত ব্যাপারটি তদন্ড় করেই ক্ষান্ড় না থাকেন বরং বিষয়টি সম্পর্কে গৃহীত পদক্ষেপ গনমাধ্যমে জনসমক্ষে যথাযথভাবে প্রকাশ করেন। সেইসাথে জোরদাবী জানানো হয় যে পুলিশ বাহিনী যেন তাদের আচরন বিধি সম্পর্কে সচেতন হয় তা দৃঢ়ভাবে মেনে চলতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয় মানণীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী মহোদয় এবং মহা পুলিশ পরিদর্শক এ ব্যাপারে যেন সত্তর পদক্ষেপ গ্রহন করেন।

গত ৩১শে ডিসেম্বর টি এস সি তে আনন্দ উৎসবে যুবকদের অসভ্য, অশালীন ও বর্বর আচরন মেয়েদের প্রতি সহিংস নির্যাতনের রূপ নিয়েছে যা জাতির জন্য চরম লজ্জা ও দুঃখজনক ঘটনা। আমরা এ ব্যাপরে স্ড়ম্ভিত। এ ধরনের নেক্কারজনক ঘটনা প্রতিরোধের জন্য আইন শৃংখলা রক্ষা বাহিনী ও দায়িত্বহীনতার পরিচয় দিয়েছে। এই ঘৃন্য ও অশালীন আচরনের জন্য নারীপক্ষ থেকে তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জ্ঞাপন করা হয়।

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের ছত্র ছায়ায় ধর্ষনকারী হিসেবে চিহ্নিত ছাত্ররা আবার ক্যাম্পাসে ফিরে আসার প্রেক্ষিতে সাধারন ছাত্র ছাত্রীরা প্রতিবাদ করছে বলে পত্রিকার প্রকাশিত হয়। নারীপক্ষ ধর্ষনকারীদের জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয় প্রবেশ করনের তীব্র নিন্দা জ্ঞাপন করেছে এবং প্রতিবাদকারী ছাত্র ছাত্রীদের সাথে একাত্বতা ঘোষনা করেছে। নির্যাতনকারীদের পূনঃ প্রবেশ শুধুমাত্র নারীর মানবাধিকার লংঘনের প্রতি অবজ্ঞাই নয বরং দেশের আইন শৃংঙ্খলা পরিস্থিতি ক্রমাগত অবমানরাই প্রমান।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ট্রেক্সাস অঙ্গরাজ্যের জনৈক বেটী লু বীটস নামক একজন ৬২ বছরের বৃদ্ধার বেটী লু বীটস এর জীবন এর ইতিহাস ছিল যন্ত্রনাকাতর নির্যাতনের ইতিহাস। স্বামীর ক্রমাগত অত্যাচারে অতিষ্ট হয়ে তিনি তার স্বামীকে হত্যা করেন। এক্ষেত্রে এটাই প্রমানিত হয় যে বেটী লু বীটস এর স্বামীই তাকে হত্যা কান্ডে উৎসাহিত করেছে। বেটী লু বীটস এর মৃত্যুদন্ড কার্যকর করায় নারীপক্ষ থেকে তীব্র নিন্দা জ্ঞাপন করা হয়। এ ব্যাপারে পত্রিকায় বিবৃত্তি জানানো হয়। ষ্টেট হাউজের Governor George W Bush কে একটি চিঠি লেখা হয় যাতে করে বেটী লু বীটস স্বামীর অত্যাচারে অতিষ্ট হয়ে তার স্বামীকে হত্যা করতে বাধ্য হন। তার স্বামীর ইন্সুরেন্স এর টাকা হস্ড়াত করার জন্য মহিলা তার স্বামীকে হত্যা করে। কিন্ড় তার এটনি জেনারেল প্রমান করতে পারে নাই যে তার স্বামী তার উপর বৈবাহিক ও সেক্সচুয়াল জীবনকে দুর্বিসহ করে তুলেছিল। মিঃ বেটি লও বিটস তার ৬৩ তম জন্মদিনে ফাঁসির আদেশে স্বাস্থ্য দল থেকে প্রতিবাদ জানানো হয়।

৯.কার্যালয় সংবাদ

আগামী দুই বছরের জন্য র"বী গজনবীকে নারীপক্ষ'র আহবায়ক ও মাহীন সুলতান কে সহ-আহবায়ক নির্বাচন করা হয়। আগামী দুই বছরের ৭ সদস্য বিশিষ্ট নতুন সমন্বয়কারী কমিটি গঠন করা হয়। এ কমিটিতে আছেন- র"বী গজনবী, মাহীন সুলতান, রীনা রায়, শিরীন হক, রোকেয়া আহমেদ, শামসুন নেসা ও সাদাফ সাজ সিদ্দিকী। রফিকুল ইসলামকে সিনিয়ার একাউন্ট্স অফিসার হিসেবে নিয়োগ করা হয়।

১০) নতুন সদস্য

সামিয়া আফরীন, আরজুমান্দ বানু, জাহানারা বেগম, ফরিদা ইয়াসমিন, লিপিকা জুলিয়েট, সালমা হক নারীপক্ষ'র সদস্য হন।

১১) শোক বার্তা ও শোক সংবাদ

সদস্যদের

রাশিদার মায়ের মৃত্যুতে; উম্মে মূনসূরা ও উম্মে হাবিবা'র মায়ের মৃত্যুতে; নাহিদ নাজনীনের ভাই ও চাচার মৃত্যুতে, রোকেয়া বুলির মায়ের মৃত্যুতে; নাজমা বেগমের বাবার মৃত্যুতে; শামসুন নেসার দুলাভাইয়ের মৃত্যুতে শোক বার্তা দেয়া হয়।

নারীপক্ষ'র শুভাকাঙ্খী/বন্ধু ঃ

গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের নির্বাহী পরিচালক, ডাঃ কাসেম চৌধুরীর ছেলে বাবুর সড়ক দুর্ঘটনায় গুর"তর আহত হয়ে পরে হাসপাতালে মারা গেছে। তার মৃত্যুতে কণা ও ডাক্তার কাসেম চৌধুরীকে, রাজশাহীর স্বেচ্ছাসেবী বহুমুখী মহিলা সমাজ কল্যাণ সমিতির নির্বাহী পরিচালক মাগফুরা বেগমের বড় ছেলের, বেগম সুফিয়া কামালের মৃত্যুে; আইন মন্ত্রীর স্ত্রীর মৃত্যুতে; নাজমুল আহসান কলিমুল-াহ এবং বাবার মৃত্যুতে; হোসেন জিল-ুর রহমান এর বাবার মৃত্যুতে; সালমা সোবহান -এর মায়ের মৃত্যুতে; ও এলিনা খানের ভাইয়ের মৃত্যুতে শোক বার্তা দেয়া হয়।

১২) সদস্য সংবাদ

নাজমা বেগম নারীপক্ষ এর একাউন্ট এ চাকুরী ছেড়ে নিরাপদ মাতৃত্ব প্রকল্পে প্রকল্প কর্মকর্তা হিসেবে যোগ দিয়েছেন। রীনা রায় আই এল ও তে চাকুরী নিয়েছেন।

১৩) পারিবারিক সংবাদ

নাসরীন হক গত ২৩শে জুলাই ১৯৯৯ বিয়ে করেছেন। রাশিদা হোসেন এর মেয়ে এবং মাহবুবা মাহমুদের মেয়ে এস এস সি পরীক্ষা দিয়েছে। মাহবুবা মাহবুব ছেলে এইচ এস সি দিচ্ছে। রেজিনা ফিরদৌস এর ছেলে হয়েছে। ফরিদা ইয়াসমিন এর বোনের বিয়ে হয়েছে। আরজুমান্দ বানুর বোনের বিয়ে হয়েছে।

১৪) সদস্যদের বিশেষ অর্জন

সমজিদ এর স্থাপত্যের উপর প্রবন্ধের জন্য আমাদের সদস্য পারভীন হাসান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডীন পুরষ্কারে ভূষিত হন।

প্রতিবেদক
রোকেয়া খাতুন